দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27 NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ...২২... কলাম ...৭...

20

হাইকোর্টের রুল জারি

বুয়েটে অধ্যাপক পদে নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ

(সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ প্রতিবেদক)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে গত ২১শে সেপ্টেম্বর অধ্যাপক নিয়োগে আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত এক রিট পিটিশনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট গতকাল বোববার বুয়েটের উপাচার্যসহ ৯ জন প্রতিপক্ষের ওপর রুল জারি করেছেন।

সংক্ষুব্ধ অধ্যাপক পদ প্রার্থী ডঃ হাফিজ ফারুক আহমদ শরিফ আবেদনকারী হিসেবে রিট মামলাটি দায়ের করেন।

আবেদনকারী দাবি করেন যে, বেআইনি এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে বাদ দিয়ে অন্য এক প্রার্থী ডঃ এনামুল বাশারকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। রিট মামলার অন্য প্রতিপক্ষ বুয়েটের উপাচার্য রেজিস্ট্রারসহ নিয়োগ কমিটির সদস্যগণের সিদ্ধান্ত মতে ডঃ এনামুল বাশারকে বুয়েটের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগদান কেন অবৈধ ও ক্ষমতাবহির্ভূত এবং নিয়ম-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না এ মর্মে আদেশ প্রদান করেন।

রিট আবেদনকারী ডঃ হাফিজ ফারুক আহমেদ শরিফকে কেন উক্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগ দান করা হবে না এ মর্মেও বুয়েটের উপাচার্যসহ অন্য প্রতিপক্ষগণকে রুল আদেশে কারণ দর্শাতেও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি রিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী এবং এম এ মান্নান সমন্বয়ে গঠিত রিট বিষয়ক বেঞ্চ গতকাল রিট মামলাটিতে রুল জারি প্রশ্নে শুনানিশেষে উল্লিখিত আদেশ জারি করেন।

রিট আবেদনকারীর আইনজীবী ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, এডভোকেট তাজিন, তাহের এবং সৈয়দ খালেকুজ্জামানের সহায়তায় মামলাটি আদালতে উপস্থাপন করেন।

এডভোকেট ওবায়দুর রহমান মোস্তফা আদালতের নিকট তার বক্তব্যে বলেন যে, রিট আবেদনকারীসহ আরও ৪ জন ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে বুয়েটের উক্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিমতে আবেদনপত্র পেশ করেন। বুয়েটের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত নিয়োগের বিষয়টি গত ১৯৯০ সাল থেকে ৫ বছর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখে ডঃ এনামুল বাশারের ১৯৯০ সালে আবেদন দায়েরকালে তার পিএইচডি ডিগ্রি বুয়েট কর্তৃক স্বীকৃত না থাকলেও ১৯৯৫ সালে তার উক্ত ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দিয়ে তড়িঘড়ি করে তাকেসহ অপর তিনজন প্রার্থীকে গত ২১শে সেপ্টেম্বর নিয়োগ দান করেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মামলার প্রতিপক্ষগণ রিট আবেদনকারী ডঃ হাফিজ ফারুক আহমেদ শরিফকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগের সকল স্বীকৃত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে বাদ দিয়ে ডঃ এনামুল বাশারের ডিগ্রিকে ৫ বছর পর স্বীকৃতি দিয়ে তাকে বেআইনি-ভাবে নিয়োগ প্রদান করেন। ডঃ এনামুল বাশারের ১৯৯০ সালে বুয়েট কর্তৃক স্বীকৃত পিএইচ,ডি ডিগ্রি ছিল না, যা মামলার প্রতিপক্ষগণ ১৯৯৫ সালে স্বীকৃতির ব্যবস্থা করে তারপর তাকে নিয়মবহির্ভূত উপায়ে প্রফেসর পদে নিয়োগ প্রদান করেন বলে এডভোকেট মোস্তফা উল্লেখ করেন। তিনি নিয়মরীতি অনুযায়ী রিট মামলার আবেদনকারী ডঃ হাফিজ ফারুক আহমেদ শরিফকে বুয়েটের ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য আদালতের নির্দেশ জারির প্রার্থনা জানান। মাননীয় আদালত রিট আবেদনকারীর কৌসুলির বক্তব্য শুনে রিট মামলার প্রতিপক্ষ গণের ওপর রুল জারি করেন।